বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বিএনসিইউ)
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

উদ্ভাবনের পরিকল্পনার শিরোনাম :

“Showcasing Heritages – Bangladesh”
“ঐতিহ্যে বাংলাদেশ”

পটভূমিঃ

দক্ষিণ এশিয়ার উত্তর পূর্বের প্রত্নতাত্বিক নিদর্শন ও প্রাকৃতিক রূপবৈচিত্র্যের সুবর্ণভূমি বাংলাদেশ। দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাসের সাথে বাংলাদেশের রয়েছে সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য। শত বছরের শোষণ ও বঞ্চনার শিকার এ অঞ্চলের মানুষ ধীরে ধীরে লড়াই করার মানসিকতা রপ্ত করেছে এবং এর থেকে উত্তরণে সৃষ্টিশীলতাকে লালনের মাধ্যমে ঐতিহ্যের সংরক্ষণ বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে অনন্য করে তুলেছে। বিশ্ব ঐতিহ্য সমৃদ্ধিতেও বাংলাদেশের রয়েছে অভূতপূর্ব অংশগ্রহণ। ইউনেস্কো বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশ্ব ঐতিহ্যকে চিহ্নিত করে তালিকাভুক্তি করে থাকে। বিশ্ব ঐতিহ্যকে স্থানীয় সম্প্রদায়ের পরিচয় ও মর্যাদা এবং জ্ঞান ও শক্তির অন্যতম উৎস হিসেবে দেখা হয়। ইতোমধ্যেই ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকাভুক্তির দিক থেকে **Intangible Cultural Heritage/**অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, **World Heritage (Cultural & Natural)/**বিশ্ব ঐতিহ্য (সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক), এবং **Documentary Heritage/**প্রামাণ্য ঐতিহ্যে বাংলাদেশ সম্মানজনক অবস্থান করে নিয়েছে।

বিশ্ব মানচিত্রে জাতীয় ঐতিহ্যকে শক্তিশালী করতে, স্বাধীনতা যুদ্ধের গৌরবান্বিত ইতিহাস এবং প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের দায়বদ্ধতা থেকে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বিএনসিইউ) প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কাজ করে আসছে। জাতীয় ঐতিহ্যকে ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকাভুক্তি করার ক্ষেত্রে বিএনসিইউ অত্যন্ত দক্ষতা এবং আন্তরিকতার সাথে স্বপ্রণোদিত হয়ে কাজ করে আসছে।

ইউনেস্কো সংবিধানের আর্টিকেল ৭ অনুসারে, ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি অংশ হিসেবে যাত্রা শুরু করে। এর প্রধান কাজ বাংলাদেশ সরকারের কাছে ইউনেস্কোর মুখপাত্র হয়ে কাজ করা এবং সরকারের মুখপাত্র হিসেবে ইউনেস্কো, আইসেস্কো ও সমমানের প্রতিষ্ঠান ও অংশীজনের সাথে লিঁয়াজো করা। বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে ইউনেস্কো/আইসেস্কোর সাথে লিয়াঁজো করার মাধ্যমে বাংলাদেশে বিভিন্ন পরামর্শমূলক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। ইউনেস্কোর ম্যান্ডেট অনুযায়ী অন্যান্য দেশের জাতীয় কমিশনগুলোর মতই বিএনসিইউ চিন্তা ও ধ্যান ধারণার আধার, মানদন্ড নিরূপণকারী, নীতি নির্ধারণী বিষয়ক পরামর্শ প্রদানকারী, বিশ্বব্যাপী জাতীয় কমিশনগুলোর সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়ন ও এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সক্রিয়ভাবে কাজ করে আসছে।

বিশ্ব ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ আর সৃষ্টিশীলতাকে লালন করার প্রত্যয়ে ইউনেস্কো ঘোষিত সংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন কনভেনশনের আলোকে বিএনসিইউ'র সংস্কৃতি বিষয়ক কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। বিএনসিইউ'র সক্রিয় সহযোগিতায় পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ ও মসজিদের শহর বাগেরহাট ইউনেস্কোর সাংস্কৃতিক বিশ্ব ঐতিহ্য এবং সুন্দরবন প্রাকৃতিক বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে বাউল সঙ্গীত এবং ঐতিহ্যবাহী জামদানী বুনন ইতোমধ্যে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ২১ শে ফেব্রুয়ারীর স্বীকৃতি অর্জনেও বিএনসিইউ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্তি বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের দীর্ঘদিনের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফল। বাংলাদেশের কোনো প্রামাণ্য ঐতিহ্য ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্তি এটাই প্রথম। এরই ধারাবাহিকতায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ইউনেস্কোর সাথে যৌথভাবে উদযাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ ইউনেস্কোর মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্তিকরণে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এবারই প্রথমবার ইউনেস্কো'র মতো একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদত-বার্ষিকীতে বাণী প্রদান করে। মিজ আদ্রে আজোলে স্বাক্ষরিত বাণীতে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার সাড়ে চার দশক পর আজও বিশ্ব তার সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ স্মরণ করে বলে উল্লেখ করা হয়।

বাংলাদেশের বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতিকে ইউনেস্কোর বিভিন্ন ঐতিহ্যে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে সংরক্ষণ তুলে ধরা এবং টেকসই উন্নয়নের বাহন হিসেবে সংস্কৃতির ভূমিকাকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার জন্য বিএনসিইউ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগে সভা, সেমিনার, কর্মশালা ও প্রকল্প বাস্তবায়নের মতো নানামুখী কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে।

বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনে বিভিন্ন সময়ের মূল্যবান কিছু জিনিষ সংগ্রহে রয়েছে যা ঐতিহাসিক মর্যাদা বিচারে সংরক্ষণ করার প্রয়োজন। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের জামদানি বুনন শিল্প ইউনেস্কো'র ইন্ট্যাঞ্জিবল কালচারাল হেরিটেজের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ কোরিয়ার কোরিয়ান ন্যাশনাল কমিশনের (কেএনসিইউ) এর আর্থিক সহায়তায় **ICON Project on Safeguarding Jamdani-The Intangible Cultural Heritage from Bangladesh and Promoting Creative Economy** শীর্ষক প্রকল্পটির উদ্যোগ নিয়ে বাংলাদেশ

ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন তা সফলভাবে সম্পন্ন করে। এতে দেশের কয়েকটি খ্যাতনামা ফ্যাশন হাউজ (আড়ং, কুমুদিনী, অঞ্জনস প্রভৃতি) ও জামদানি বুনন শিল্পীগণ অংশগ্রহণ করেন। বিবি রাসেলের মতো প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বও এ উদ্যোগের সাথে শামিল হন। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল জামদানি শিল্পটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য জামদানির বৈচিত্র্যময় ব্যবহারের মাধ্যমে একে আরোও ছড়িয়ে দেয়া। ফলে, শিল্পটি যেন শুধু অস্তিত্বের লড়াইয়ে টিকে না থেকে স্বমহিমায় বিস্তার লাভ করতে পারে। এ শিল্পের সাথে জড়িত এই সব শিল্পীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তৈরিকৃত বিএনসিইউ'র মালিকানাধীন এ অমূল্য সুভ্যেনিরসমূহ যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করা হলে কালাতিক্রমে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। অন্যদিকে প্রজন্ম অন্তর প্রজন্মে জাতীয় ঐতিহ্যসমূহ সংরক্ষণ এবং জাতীয় ঐতিহ্যসমূহ সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করাও সময়ের দাবী।

এসব বিষয় মাথায় রেখে বিএনসিইউ ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে বিএনসিইউ'র অনন্য অবদান এবং অংশীজন ও পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে বাংলাদেশের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে তুলে ধরার জন্য বিশ্ব ঐতিহ্যগুলোকে নিয়ে উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ায় প্রদর্শনীর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত Intangible Cultural Heritage/অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, World Heritage (Cultural)/সাংস্কৃতিক বিশ্ব ঐতিহ্য, World Heritage (Natural)/প্রাকৃতিক বিশ্ব ঐতিহ্য এবং Documentary Heritage/প্রামাণ্য ঐতিহ্যে বাংলাদেশের সর্বমোট ৮টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১। Intangible Cultural Heritage/ অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

i) BAUL SONGS/ বাউল সঙ্গীত
ii) TRADITIONAL ART OF JANDANI WEAVING/ ঐতিহ্যবাহী জামদানী বুনন
iii) MANGAL SHOBHAJATRA ON PAHELA BAISHAKH/ মঙ্গল শোভাযাত্রা
iv) TRADITIONAL ART OF SHITAL PATI WEAVING OF SYLHET/ ঐতিহ্যবাহী শীতল পাটি বুনন

২। World Heritage (Cultural)/ সাংস্কৃতিক বিশ্ব ঐতিহ্য

i) RUINS OF THE BUDDHIST VIHARA AT PAHARPUR/ পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ
ii) HISTORIC MOSQUE CITY OF BAGERHAT/ মসজিদের শহর বাগেরহাট

৩। World Heritage (Natural)/ প্রাকৃতিক বিশ্ব ঐতিহ্য

i) THE SUNDARBANS/ সুন্দরবন

৪। Documentary Heritage – Memory of the World / প্রামাণ্য ঐতিহ্য – মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড

i) 7TH MARCH SPEECH OF BANAGABANDHU SHEIKH MUJIBUR RAHMAN/ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

১. BAUL SONG/ বাউল সঙ্গীত

বাউল সংগীত বা বাউল গান হলো আধ্যাত্মবাদের চেতনাপুষ্ট লোক সংগীতের এক বিশেষ ধারা যা হিন্দু শাস্ত্রের ভক্তিবাদ ও একই সাথে সুফি সংগীত দ্বারা প্রভাবিত। সে অর্থে বাউল সংগীত একটি ভিন্নমার্গীয় আধ্যাত্মিক দর্শনের নামান্তর যা গুরু থেকে শিষ্যে মুখে মুখে যুগ যুগ ধরে সঞ্চারিত হয়েছে। স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্কের ভাবনা আর ভিন্নধর্মী জীবন দর্শনের মধ্যেই বাউলদের বিশেষত্ব নিহিত রয়েছে। তাদের দর্শন কোনো বিশেষ ধর্ম, জাত, বর্ণ বা দেবতার বিশ্বাসের গন্ডীতে সীমাবদ্ধ নয় বরং স্রষ্টাকে তারা আত্মার অংশ হিসেবে বিশ্বাস করে। এই দর্শনেই তাদের আত্মার মুক্তি।

বাউলরা মূলত গ্রামীণ জনপদে বসবাসকারী চারণ কবি। এদের কেউ কেউ নির্দিষ্ট স্থানে স্থায়ী আবার অনেকে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে পরিযায়ী। এই গানের ভাষা, কথা, সুর সবই তারা নিজেরা আরোপ করে থাকে। বাউল গানের জনপ্রিয়তা ও প্রভাব বাংলাদেশের আধুনিক সংগীতেও প্রভাব বিস্তার করেছে।

মানবতার ইতিহাসে এই বাউল সংগীতের অপরিসীম সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত গুরুত্ব বিবেচনায় ইউনেস্কো ২০০৫ সালে একে "Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity" হিসেবে ঘোষণা দেয়। পরবর্তীতে ২০০৮ সালে ইউনেস্কোর অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত Intergovernmental Committee'র তৃতীয় অধিবেশনে বাংলাদেশের বাউল সংগীতকে Intangible Cultural Heritage of Humanity তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২. TRADITIONAL ART OF JAMDANI WEAVING/ ঐতিহ্যবাহী জামদানী বুনন

জামদানি হস্তচালিত তাঁতে সুতায় বোনা এক বিশেষ নকশার কাপড় যা অতীতের মসলিনের পরবর্তী সংস্করণ। এটি বাংলাদেশের বুননশিল্পের সর্বাপেক্ষা শৈল্পিক নিদর্শন যা অন্যতম সময় সাপেক্ষ ও শ্রমঘন কুটির শিল্প। বাংলার বা বাংলাদেশের রয়েছে জামদানি বুননের নিজস্ব ইতিহাস। ঢাকা ও এর আসে-পাশের অঞ্চলগুলোতে বিশেষত রূপগঞ্জের প্রথাগত তাঁতে দৃষ্টিনন্দন নকশায় জামদানি তৈরি হয়। বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত জামদানি বুননের এই শৈল্পিক জ্ঞান ও দক্ষতা এই শিল্পকে একটি পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অংশ, একজন জামদানি কারিগরের শৈল্পিক অনুভব আর বাংলাদেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্যতম নিদর্শন হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। জামদানি বুনন শিল্পী ছাড়াও সুতা তৈরি ও রং করার কারিগর, তাঁত প্রস্তুতকারী ও সংশ্লিষ্ট কারিগর সকলে মিলে একটি বিশেষ সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে যা বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক হিসেবে বিশ্ব দরবারে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছে। রূপগঞ্জের জল ও আবহাওয়া এ শিল্পে প্রভাব ফেলেছে।

বংলাদেশের সংস্কৃতিতে জামদানির অপরিসীম ঐতিহ্যগত গুরুত্ব বিবেচনায় ইউনেস্কো ২০১৩ সালে অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত Intergovernmental Committee'র অষ্টম অধিবেশনে ঐতিহ্যবাহী জামদানি বুনন শিল্পকে Intangible Cultural Heritage of Humanity তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে।

৩. MANGAL SHOBHAJATRA ON PAHELA BAISHAKH/ মঙ্গল শোভাযাত্রা

প্রতি বছর বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন অর্থাৎ পহেলা বৈশাখ বাঙালির জীবনে মঙ্গলের আহ্বান আর শুচিতার কামনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি বর্ণাঢ্য প্রতীকী শোভাযাত্রা আয়োজন করা হয় যা মঙ্গল শোভাযাত্রা নামে পরিচিত। মূলত চারুকলা অনুষদের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় এই আয়োজন করা হলেও শহরের সকল স্তরের মানুষ এই আনন্দযাত্রায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে থাকেন। আশির দশকে বন্যা ও সামরিক শাসনের নাগপাশে বিপর্যস্থ জনপদে সৃষ্টিশীল ও গণমুখী প্রতিবাদ গড়ে তোলার মানসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্যোগে ১৯৮৯ সালের পহেলা বৈশাখ মঙ্গল শোভাযাত্রা (wellbeing procession) আয়োজন করা হয়। এর পর থেকে প্রতি বছর বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে বিগত বছরের সকল অমঙ্গল আর গ্লানিকে পিছনে ফেলে আগত বছরের সাফল্য কামনায় বিপুল উৎসাহ আর উদ্দীপনায় এটি উদযাপিত হয়ে আসছে।

বাঙালি ঐতিহ্যে মঙ্গল শোভাযাত্রার অপরিসীম প্রভাবের স্বীকৃতি হিসেবে ইউনেস্কো ২০১৬ সালে অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত Intergovernmental Committee'র এগারোতম অধিবেশনে পহেলা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রা-কে Intangible Cultural Heritage of Humanity'র তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে।

৪. TRADITIONAL ART OF SHITAL PATI WEAVING OF SYLHET/ ঐতিহ্যবাহী শীতল পাটি বুনন

শীতল পাটি হলো ঐতিহ্যবাহী হাতে তৈরি মাদুর যা মুরতা নামের এক বিশেষ ধরণের বেত গাছের চিকন ফালি দিয়ে তৈরি করা হয়ে থাকে। সাধারণত আসন, বিছানার আবরণ বা নামাজের পাটি হিসেবে বাংলাদেশের সব জায়গায় শীতল পাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্র আকারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও এই শিল্পের সাথে জড়িত বৃহৎ জনগোষ্ঠী মূলত বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট জেলার নিম্নাঞ্চলে বসবাস করে। নারী - পুরুষ উভয়েই বেত সংগ্রহ ও এর প্রক্রিয়াজাতকরণের সাথে জড়িত থাকলেও মূলত নারীরাই এর বুননের সঙ্গে বেশি জড়িত থাকে। পারিবারিক বা কুটির শিল্প হিসেবে এটি পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস হিসেবে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি একটি বিশেষ শিল্পের ধারক ও বাহক হিসেবে একটি জনগোষ্ঠীর শিল্পীসত্তার পরিচিতি নির্ধারণেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। সিলেটের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি তথা প্রধান বুননশিল্পী হিসেবে নারীর সামাজিক ও শৈল্পিক গুরুত্ব নির্ধারণে এটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলের শীতলপাটি বুনন শিল্পের ঐতিহ্যগত গুরুত্ব বিবেচনায় ইউনেস্কোর ২০১৭ সালে অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত Intergovernmental Committee'র বারোতম অধিবেশনে সিলেটের ঐতিহ্যবাহী শীতলপাটি বুননশিল্পকে Intangible Cultural Heritage of Humanity'র তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৫. THE SUNDARBANS/ সুন্দরবন

১৯৯৭ সালে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটির ২১তম অধিবেশনে ইউনেস্কোর ওয়ার্‌লড ন্যাচারাল হেরিটেজ হিসেবে সুন্দরবনকে তালিকাভুক্ত করা হয়। সুন্দরবন বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ম্যানগ্রোভ অঞ্চল যা প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্যের এক অনন্য আধার। বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার ছাড়াও বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাণিকূল ও বৃক্ষরাজী সংলগ্ন অঞ্চল তথা বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের চলমান পরিবেশগত প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

৬. RUINS OF THE BUDDHIST VIHARA AT PAHARPUR / পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ

১৯৮৫ সালে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটির ৯ম অধিবেশনে নঁওগা জেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ কে ইউনেস্কোর ওয়ার্লড কালচারাল হেরিটেজ হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়। ভৌগলিকভাবে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত প্রাচীন বরেন্দ্র ভূমি সংলগ্ন নঁওগা জেলায় অবস্থিত বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ বাংলাদেশের প্রাক-ইসলাম যুগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও নান্দনিক স্থাপনা। সোমপুর বিহার নামে সুপরিচিত এই বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষ ১২ শতকের পূর্ব পর্যন্ত জ্ঞানচর্চার প্রসিদ্ধ কেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত ছিল।

৭. HISTORIC MOSQUE CITY OF BAGERHAT/ মসজিদের শহর বাগেরহাট

১৯৮৫ সালে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটির ৯ম অধিবেশনে বাগেরহাটের ঐতিহাসিক মসজিদ শহরকে ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড কালচারাল হেরিটেজ হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়। বাগেরহাট জেলার শহরতলীতে অবস্থিত এই শহরের প্রাচীন নাম ছিল খলিফাতাবাদ। তুর্কির সামরিক প্রধান উলুঘ খান জাহান ১৫ শতকে এর গোড়াপত্তন করেন। এখানে অবস্থিত স্থাপনাসমূহ, বিশেষত মসজিদ ও ইসলামের প্রথম সময়কার স্থাপনাসমূহ তৎকালীন সময়ের কারিগরী দক্ষতা ও শিল্পের অনন্য নিদর্শন বহন করে।

"Showcasing Heritage – Bangladesh" অথবা "ঐতিহ্যে বাংলাদেশ" শিরোনামে প্রদর্শনীর মাধ্যমে বিএনসিইউ এর অংশীজন এবং অফিস পরিদর্শনে ইউনেস্কো সদর দপ্তর ও ঢাকা অফিস থেকে আগত অতিথিবৃন্দ, বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং জনসাধারণের সামনে ইউনেস্কোর বিভিন্ন ঐতিহ্যে অন্তর্ভুক্তি এবং সেগুলো সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে বিশ্ব ঐতিহ্যে বাংলাদেশের শক্ত অবস্থান তুলে ধরা হচ্ছে। পাশাপাশি অপেক্ষমাণ ঐতিহ্যগুলোকে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। একই সাথে অন্তর্ভুক্ত সকল ঐতিহ্য সম্পর্কে তথ্য থাকায় অংশীজনদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সময় ও অর্থ কম খরচ হচ্ছে।

“Showcasing Heritages - Bangladesh” অথবা “ঐতিহ্যে বাংলাদেশ” শিরোনামে প্রদর্শনীর বিস্তারিতঃ

“Showcasing Heritages – Bangladesh” অথবা “ঐতিহ্যে বাংলাদেশ” শিরোনামে বিএনসিইউ অফিস প্রাঙ্গণে একটি নির্দিষ্ট প্রদর্শনী কর্নার স্থাপন এবং বিএনসিইউ ওয়েবসাইটে পুরো কর্নারটি ভার্চুয়ালি প্রদর্শনী করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়াও বিএনসিইউ’র পুরো অফিস ব্যাপী প্রদর্শনীর অংশ হিসেবে বিভিন্ন মিডিয়া প্রদর্শিত হবে।

ঐতিহ্যের নাম	অন্তর্ভুক্ত ঐতিহ্য	অন্তর্ভুক্তির তারিখ	প্রদর্শনীর মাধ্যম
Intangible Cultural Heritage/ অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য	BAUL SONGS/ বাউল সঙ্গীত	2008	KIOSK, POSTER, DOCUMENTARY, PUBLICATIONS, DISPLAYING HISTORICAL BACKGROUND INSCRIPTION. BNCU WEBSITE
	TRADITIONAL ART OF JANDANI WEAVING/ ঐতিহ্যবাহী জামদানি বুনন	2013	KIOSK, POSTER, DOCUMENTARY, DISPLAYING DOCUMENTATION, DISPLAYING HISTORICAL BACKGROUND INSCRIPTION, DISPLAYING BIODIVERSITY PRODUCTS. BNCU WEBSITE
	MANGAL SHOBHAJATRA ON PAHELA BAISHAKH/মঙ্গল শোভাযাত্রা	2016	KIOSK, POSTER, DOCUMENTARY, DISPLAYING DOCUMENTATION, DISPLAYING HISTORICAL BACKGROUND INSCRIPTION, MINIATURE DISPLAY. BNCU WEBSITE
	TRADITIONAL ART OF SHITAL PATI WEAVING OF SYLHET/ ঐতিহ্যবাহী শীতল পাটি বুনন	2017	KIOSK, POSTER, DOCUMENTARY, DISPLAYING DOCUMENTATION, DISPLAYING HISTORICAL BACKGROUND INSCRIPTION, DISPLAYING PRODUCTS. BNCU WEBSITE
World Heritage (Cultural)/ সাংস্কৃতিক বিশ্ব ঐতিহ্য	RUINS OF THE BUDDHIST VIHARA AT PAHARPUR/ পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ	1985	KIOSK, POSTER, DOCUMENTARY, DISPLAYING DOCUMENTATION, DISPLAYING HISTORICAL BACKGROUND INSCRIPTION, MINIATURE DISPLAY. BNCU WEBSITE
	HISTORIC MOSQUE CITY OF BAGERHAT/ মসজিদের শহর বাগেরহাট	1985	KIOSK, POSTER, DOCUMENTARY, DISPLAYING DOCUMENTATION, DISPLAYING HISTORICAL BACKGROUND INSCRIPTION, MINIATURE DISPLAY. BNCU WEBSITE
World Heritage (Natural)/ প্রাকৃতিক বিশ্ব ঐতিহ্য	THE SUNDARBANS/ সুন্দরবন	1997	KIOSK, POSTER, DOCUMENTARY, DISPLAYING DOCUMENTATION, DISPLAYING HISTORICAL BACKGROUND INSCRIPTION, MINIATURE DISPLAY. BNCU WEBSITE
Documentary Heritage/প্রামাণ্য ঐতিহ্য	7TH MARCH SPEECH OF BANAGABANDHU SHEIKH MUJIBUR RAHMAN/ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ	2017	KIOSK, POSTER, DOCUMENTARY, DISPLAYING DOCUMENTATION, DISPLAYING HISTORICAL BACKGROUND INSCRIPTION, MINIATURE DISPLAY. BNCU WEBSITE

Kiosk Display

Poster

DOCUMENTARY

BOOKS

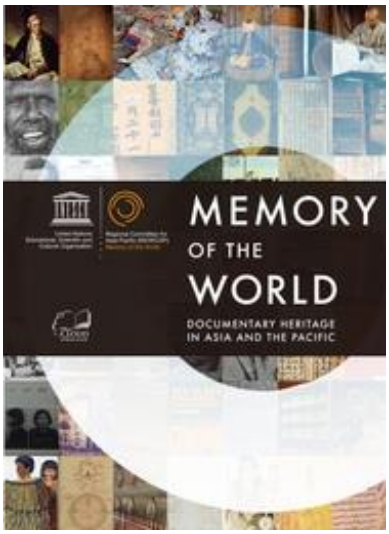

Miniature Display

DISPLAYING BIODIVERSITY PRODUCTS

Displaying Recognition

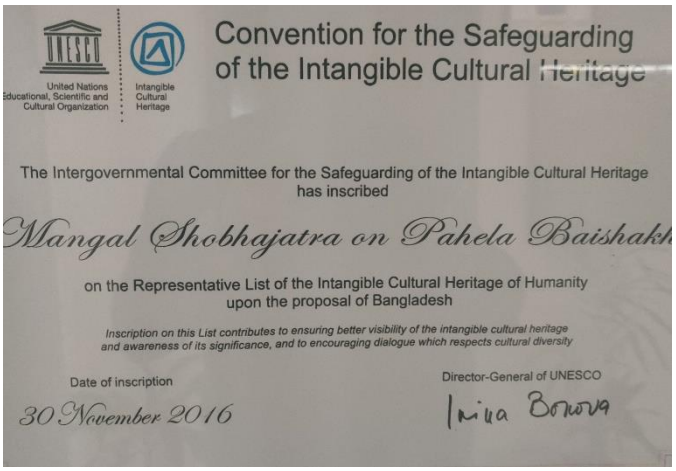

উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম

ক্রমিক নং	সদস্যদের নাম	ছবি
১	জনাব মোঃ সোহেল ইমাম খান, ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল, বিএনসিইউ, চিফ ইনভেশন কর্মকর্তা ও আহ্বায়ক, ইনোভেশন দল	
২	জনাব এ. কে. এম মনিরুল ইসলাম, অধ্যাপক (সংযুক্ত) প্রশাসন, সমন্বয় ও সংস্থাপন, বিএনসিইউ, সদস্য, ইনোভেশন দল	
৩	জনাব ফারহানা ইয়াসমিন জাহান, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, বিএনসিইউ, সদস্য, ইনোভেশন দল	
৪	জনাব মির্জা শাকিলা দিল হাছিন, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, বিএনসিইউ, সদস্য, ইনোভেশন দল	
৫	জনাব মোছাঃ শামিমা সুলতানা, প্রোগ্রাম অফিসার, বিএনসিইউ, সদস্য, ইনোভেশন দল	
৬	জনাব কাজী তানজীলা জাহান, প্রোগ্রাম অফিসার, বিএনসিইউ, সদস্য, ইনোভেশন দল	
৭	জনাব এস. এম. ফয়সাল আরাফাত, প্রোগ্রাম অফিসার, বিএনসিইউ, সদস্য, ইনোভেশন দল	
৮	জনাব শেখ মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম শুভ, প্রোগ্রাম অফিসার (আইসিটি), বিএনসিইউ, সদস্য সচিব, ইনোভেশন দল	